Mithu Ghoshal

WRITER, POET,SONG WRITER

(PRINT MEDIA, FILM-TV-AD INDUSTRY, WEB WORLD)

Govt. Industrial Housing Estate; Q-13; Budge Budge; West Bengal, Kolkata: 700 0137, India

http://creativemithu.weebly.com/

919007784486,918902685292

919231811536,918961326008

913324924341,91332470363

প্রেমপত্র

মিঠু ঘোষাল

সেটা গত শতাব্দীর ৮এর দশকের প্রথম দিক। পত্রবন্ধুত্বের জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। একটি লিট্‌ল ম্যাগাজিনে ছাপা কবিতা পড়ে ভালো লাগায় কবিতার সঙ্গে দেওয়া কবির ঠিকানায় কবির বন্ধুত্ব চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল একটি অল্প বয়সী মেয়ে। নাম তার কাজল। কবিটি অর্থাৎ,শান্তনু নিজেও তখন নিতান্তই তরুণ। পড়াশোনা শেষ হয়নি তখনো তার। সানন্দে পূরণ করেছিল সে তার এই নবীনা অনুরাগিনীর প্রার্থনা। পত্র বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হওয়ার পর তাদের মধ্যে সাক্ষাৎও ঘটতে শুরু করে। গালে মুসুর ডালের মতো ব্রণযুক্ত কাজল নামের মেয়েটির সপ্রতিভ কথাবার্তা ভালো লাগে শান্তনুর। আর কাজল তো প্রথম থেকেই শান্তনুর গুণমুগ্ধ ছিলই। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের এই ভালো লাগার কথাকে তারা গোপন না রেখে পরস্পরের কাছে পৌঁছেও দেয় পত্র মারফৎ। এরপর, কাজলের দিদি কবিতার বিয়ে স্থির হয়। বিয়ে এবং বৌভাত উপলক্ষ্যে সপরিবারে নিমন্ত্রিত হয় শান্তনু। বৌভাতের দিন ভোজ সেরে কনেযাত্রীদের জন্য রিজার্ভড বাসে ওঠার সময় হঠাৎ কিছুই না ভেবে নিতান্তই বন্ধুত্ব প্রদর্শনের জন্য কাজলের একটি হাত অল্পক্ষণের জন্য নিজের হাতে নেয় শান্তনু। এরপরে কাজলের কাছ থেকে তার কাছে আসে একটি দীর্ঘকায় চিঠি। বিষয়াঙ্গীকে যা একটি বিশুদ্ধ প্রেমপত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। শান্তনু তখনো উপার্জনহীন। মাথার ওপর থাকা তার দাদা অবিবাহিত। তাই এ সব কথা ভেবেই তার 'একটুকু ছোঁওয়া' কাজলের দেহে,মনে,প্রাণে কী কী রকমের অনুভূতি জাগ্রত করেছে,কী কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে,তার সুবিস্তৃত,পুঙ্খানুপুঙ্খ,মর্মস্পর্শী বিবরণ পড়ে আলোড়িত হয়েও ঠিক সায় দিয়ে উঠতে পারেনা কাজলের সেই প্রেম প্রস্তাবে। কাজল তখন একটু কূটনীতির আশ্রয় নেয়। শান্তনু কে মিথ্যে করে জানাতে থাকে যে অমুক ছেলে তাকে প্রোপজ করেছে। তার নাকি বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। অমুক দিন তাকে পাত্রপক্ষ দেখতে আসছে।-ইত্যাদি। এ সব কথা অচীরেই শান্তনু র বুকে জ্বালা ধরাতে শুরু করে। এক সময় সে জ্বালা অসহ্য হয়ে উঠে প্রকাশিত হয়ে পড়ে কাজলের কাছে। তাদের বিয়ের সানাই বেজে ওঠে অনতিবিলম্বে।

শান্তনু আজ অবশ্য মজা করে বন্ধুদের বলে যে,কাজলের হাতের লেখা ছিল খুব খারাপ। তাইই নাকি শান্তনু তাকে বিয়ে করে নিয়েছে। যাতে না আর তার লেখা প্রেমমূলক পত্র পড়ার মতো কষ্টকর কাজ শান্তনুকে করতে হয়!

শান্তনু-কাজলের মতো রজত-মৌমিতার প্রেম-উপাখ্যানেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল প্রেমপত্র। রজত-মৌমিতা ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় একই মাস্টার মশায়ের কাছে অঙ্ক শিখতে যেতো। মৌমিতা মাস্টার মশায়ের সামনে রজতের সঙ্গে কথা বিশেষ ব'লতোনা। কিন্তু,বাইরে এসে অন্য একটা(সহপাঠিনী) মেয়েকে পাশে নিয়ে রজতকে নানা রকম ভাবে ব্যাঙ্গ,বিদ্রুপ করতো। একদিন অঙ্ক না পারার অপরাধে মাস্টার মশায় মৌমিতার দিকে ছুঁড়ে দিলেন একটা ফাউন্টেন পেন। সেটা গেঁথে গেল মৌমিতার পায়ে। রজতকে তা বের করে দিতে হল। সে রাতে ভালো ঘুম হ'লনা রজতের। মৌমিতারও। দেখতে দেখতে কেটে গেল তিনটে বছর। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল দুজনে। ততদিনে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বটাও বেশ ভালোই জমে গেছে। রেজাল্ট বেরোনোর দিন রজত গিয়ে গেজেট দেখে এসে মৌমিতাকে জানালো যে মৌমিতা হাই সেকেন্ড ডিভিশন পেয়েছে। তখন,স্বাভাবিক ভাবেই মৌমিতা জিজ্ঞাসা করলো যে রজতের রেজাল্ট কী রকম হয়েছে। রজত বললো "আরে! সেটা তো আমি দেখিনি!"মৌমিতা মুখ টিপে হেসে বললো "তুই না ড্যাশ(--)এ পড়ে গেছিস।" অবাক রজত জানতে চাইলো"ড্যাশ মানে কী?"মৌমিতা বললো "তুই আগে রেজাল্টটা দেখে আয়। তার পরে বলবো।"কিন্তু,রেজাল্ট দেখে ফিরে আর রজতের সে কথা মনে না থাকায় তখনকার মতো ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে গেল। এরপর স্থির হল যে রজত ভর্তি হবে একটা কো- এড কলেজে আর মৌমিতা একটা স্কুলে। কিন্তু,রজত প্রথম দিন কলেজে গিয়েই দেখলো যে মৌমিতা ক্লাসরুমে বসে আছে। বিস্মিত রজতের প্রশ্নের উত্তরে মৌমিতা বললো"তোর জন্য ভর্তি হতে হল।" এরপর হঠাৎই মৌমিতা রজতকে কিছু চিঠি লিখে পাঠালো। সেগুলোর সবকটারই মূল উপজিব্য ছিল এই যে,রজত যেন কোনদিনই মৌমিতার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছেদ না করে। তা, সে সব পড়ে রজত এবার মৌমিতাকে লিখে ফেললো গোটা কতক প্রেমপত্র। মৌমিতা কিন্তু সেই প্রেমপত্রগুলোর একটারও

জবাব দিলনা। রজত তখন একটু ওপরচাপ দিয়ে ক্লাসের অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে খুব করে মেলামেশা করতে লাগলো। প্রতিক্রিয়া হল কয়েক দিনের মধ্যেই।- কলেজ-ইউনিয়নের দুজন 'দাদা'রজতকে ডেকে পাঠালো একটা ফাঁকা ক্লাসরুমে। বললো''কিরে? তোর কী ব্যাপার? তুই অন্য মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করছিস। আর মৌমিতা এদিকে আমাদের কাছে এসে কান্নাকাটি করছে!'' রজত নির্ভীক ভাবে বললো ''কিন্তু,ও তো স্বীকারই করেনি যে ও আমাকে ভালোবাসে! এই তো আমি ওকে কতগুলো প্রেমপত্র পাঠিয়েছি। কিন্তু ও সেগুলোর একটারও উত্তর দেয়নি।'' 'দাদা'রা তখন মৌমিতাকেও সেখানে ডেকে এনে রজতের সামনেই জিজ্ঞাসা করলো যে সে রজতকে ভালোবাসে কিনা! অধোবদনে এবার স্বীকার করলো মৌমিতা ''হ্যাঁ আমি ভালোবাসি রজতকে। ওর পাঠানো প্রেমপত্রগুলো আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার। সেরা সম্পদ।''

বস্তুতঃ প্রেমিক-প্রেমিকাদের জীবনে প্রেমপত্রের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছেই। যোগাযোগ ব্যবস্থার এই অভূতপূর্ব উন্নতির যুগে প্রেমপত্রের ওপর নির্ভরশীলতা হয়তো কিছুটা কমেছে। কিন্তু কমেনি তার গুরুত্ব কিম্বা মাধুর্য্য।

এই তো ধরাই যাকনা কলেজ পড়ুয়া দুই ছেলে মেয়ে ঋক ও অবন্তীর কথাই। রোজই দুজনের দেখা হয়। চলে দীর্ঘ ফোনালাপও। তবু তারা প্রতি রাতে রাত জেগে জেগে পরস্পরকে চিঠি লেখে। কারন,তারা দুজনেই মনে করে যে চিঠিতে যেভাবে মনের প্রতিটি ভাব,অভাবের কথাকে বিস্তৃত ও সুচারু ভাবে প্রকাশিত করা যায়,অন্য কোনও ভাবে তা সম্ভবই নয়।

একই ধারনা পোষন করেন আরও অনেকেই। অনেকেই আজও প্রেম প্রস্তাবের বাহক হিসাবে বেছে নেন চিঠিকেই।

যেমন হয়েছিল রুমা আর শিশিরের ক্ষেত্রে। একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে পূজোর ছুটি পড়ার দিন রুমা সহপাঠী শিশিরের কাছ থেকে উপহার পেয়েছিল একটা প্রেমপত্র - প্রত্যাশা মতোই। আগের কয়েক দিন ধরে যে কথা শিশির হাবেভাবে বুঝিয়েছিল,সেই কথাই স্পষ্ট করে লেখা ছিল ঐ চিঠিতে। - শিশির রুমাকে ভালোবাসে। রুমার কাছ থেকে পেতে চায় সেই ভালোবাসার প্রতিদান।

অ্যাড এজেন্সির মালিক অমর্ত্যের কোনও প্রেমিকা নেই। কিন্তু আছে একটা প্রেমিক মন। তার অভিভাবকরা তার জন্য পাত্রী খোঁজার চেষ্টা করছেন। আর সে নিজে রোজ তার সেই এখনো অদেখা প্রেমিকার উদ্দেশ্যে লিখে চলেছে একের পর এক প্রেমপত্র। তার হৃদয়গত বাসনা এই যে,ফুলশয্যার রাতে স্বর্ণাভরণ ইত্যাদির পরিবর্তে সে তার সেই প্রেমিকার হাতে তুলে দেবে অভিনব এই উপহার,অনবদ্য এক প্রেম অর্ঘ্য।

অজিত-মঞ্জুলার প্রেম বিবাহ ২০ বছর পার করে গেছে। বিয়ে হয়ে আসার সময় মঞ্জুলা অজিতের লেখা প্রেমপত্রগুলো সঙ্গে এনেছিলেন। আর,মঞ্জুলার লেখা প্রেম পত্রগুলোকেও অজিত রেখেছিলেন খুব যত্ন করে। আজও,তাঁদের একমাত্র ছেলে অমল বাড়ি না থাকলে,তাঁরা চিঠিগুলোকে বের করে পড়ে পড়ে স্মৃতি রোমন্থন করেন। তাঁদের দাম্পত্য জীবনের একঘেঁয়েমি দূর হয়ে গিয়ে যেন নব উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয় তাতে।

এক নামী সাহিত্যিকের নাকি জীবনের প্রথম লেখা কবিতাটি ছিল আসলে একটি প্রেমপত্র। তাঁর প্রিয়তমার বাড়িতে নিয়মিত পঠিত হ'ত যে সাহিত্য পত্রিকা,তাতে ছাপা হয়েছিল সেটি।

বস্তুতঃ যে কোনও প্রেমপত্রকেই 'কবিতা' করে তোলা যায়। অন্ততঃ প্রেমপত্র লেখার সময় সেই প্রয়াসই করা উচিত। ফলতঃ এক্ষেত্রেও কামকে খুব বেশী প্রবেশাধিকার দিতে নেই। না হলে বিপরীত ফল ফলা অসম্ভব নয়।

এই তো ধরা যাকনা প্রজিতের কথাই। সে ছোট বেলায় যে মাস্টার মশায়ের কাছে কোচিং পড়তে যেতো। তাঁর কাছেই প্রাইভেট পড়তো শিবানি। শিবানি ভালো ছাত্রী ছিল বলে মাস্টার মশায় প্রজিতদের কাছে তার কথা খুব বলতেন। তখন থেকেই প্রজিতের মনে শিবানির প্রতি একটা ভালো লাগা তৈরী হয়েছিল। এরপরে বড় হয়ে প্রজিত কর্মসূত্রে চলে গিয়েছিল মুম্বাই-এ। একবার ছুটি নিয়ে বাড়ি এসে হঠাৎ- ই অন্য একজনের সঙ্গে সে এসে উপস্থিত হল শিবানিদের বাড়িতে। তাদের মাস্টার মশায় তখন মারা গেছেন। দুজনে তাঁর স্মৃতিচারন করলো। এর কয়েক দিন পর প্রজিত আবার এলো শিবানিদের বাড়ি। এবারে একা। দুজনে কথা বললো অনেকক্ষণ। প্রজিত জানালো যে সে পরের দিনই কর্মস্থলে ফিরে যাচ্ছে। সেখান থেকে যাতে শিবানিকে চিঠি লিখতে পারে,তার জন্য শিবানির বাড়ির ঠিকানা নিলো সে। পরের দিন স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ছাড়ার আগে শিবানিকে ফোন করে বললো প্রজিত ''কাল রাতে তোমার সাথে কথা বলতে খুব ইচ্ছা করছিল শিবানি। কিন্তু,ফোনটা আমার বিবাহিত দাদার ঘরে থাকে বলে আর ত্ত করা সম্ভব হয়নি। আমি তোমায় চিঠি লিখবো। অনেক কথা বলার আছে।'' - শিবানির বুঝতেএতটুকু অসুবিধা হলনা যে প্রজিত কী বলতে চায়! কী কথা তার বলার আছে! কথা মতো চিঠি এলোও। সুদীর্ঘ সেই চিঠির শেষে 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' বলে প্রজিত লিখেছিল''তোমার কাছে নিজের মনের প্রতিটি ভাব ভাবনার কথা বিশদে লিখলাম বলে ভেবোনা যে আমি কামার্ত। আসলে আমি সত্যিই প্রেমার্ত।'' কিন্তু,এতে কোনও কাজ হয়নি। প্রজিতের ঐ চিঠির ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে থাকা আদি রসের প্রাবল্য সিরিয়াস ধরণের মেয়ে শিবানির মনে প্রজিতের প্রতি বিতৃষ্ণারই জন্ম দিয়েছিল। তার মনে হয়েছিল ও প্রেমপত্র নয়,একটা কামপত্র। তাদের মধ্যে কোনও সম্পর্ক এরপরে আর গ'ড়ে ওঠেনি।

সদ্য গ্র্যাজুয়েট হওয়া মীরা তার পত্র বন্ধু শৈবালকে চিঠি লেখার সময় অভ্যাস মতো সেই মুহূর্তের তার চারপাশের পরিবেশ,পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে তারপর লিখেছিল-'.....বেগার খাটা সব তো শেষ। এবার আমায় তোমার কথা ভাবতে দাও/মেঘ ঘোড়া যে বল্গাহীন,আমায় সওয়ার বানিয়ে নাও/ফুলের ছন্দে,হাওয়ার গন্ধে চার ধারটা লাগছে বেশ/পাতায় পাতায় বাজছে সানাই,বুকের মাঝেও তারই রেশ/সেই সুরেতে বাজিয়ে নাও,তারার সাজে সাজিয়ে নাও/চাঁদের মধু মাখিয়ে দাও,স্বপ্নস্রোতেভাসিয়ে দাও/আমায় তুমি একটুখানি হাসিয়ে দাও।' মীরার একাকীত্বে ভরা শৈল্পিক মনের পরিচয় পেয়েছিল শৈবাল এই চিঠির মধ্যে। তার প্রতি তার প্রেম জন্মাতে দেরী লাগেনি।

অনেকের ধারনা যে প্রেমপত্র শুধু বিয়ের আগেই রচিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু,আদৌ তা নয়।

বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যেকার সাময়িক শারীরিক ব্যবধানের সুযোগেও সৃষ্টি লাভ করতে পারে প্রেমপত্রের অনবদ্য পুষ্প বাটিকা। বিবাহ পূর্ব জীবনে লিখিত প্রেমপত্র যেমন বিবাহ পরবর্তী জীবনকে স্মৃতিচারনের মাধ্যমে উজ্জীবিত করতে পারে,তেমনই বিবাহ পরবর্তী জীবনে লিখিত প্রেমপত্র বিবাহিত দুই নারী-পুরুষকে আজীবন প্রেমিক-প্রেমিকা বানিয়ে রাখতে সক্ষম। যেক্ষেত্রে,স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বহু দিন যাবৎ দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা নেই,সেক্ষেত্রে সাংসারিক কথাবার্তাগুলো দূরভাষে সেরে নেওয়া যেতেই পারে। কিন্তু,প্রেমালাপের জন্য সেক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত চিঠিকেই(নিদেন পক্ষে ইমেলে চিঠি তো পাঠানো যেতেই পারে)। যে ক্ষেত্রে স্বামী,স্ত্রী ৩৬৫টা রাত কাটান একই ছাদের নীচে,একই বিছানার আশ্রয়ে,সে ক্ষেত্রে যদি দুজনেই হাজার কর্ম ব্যাস্ততার মধ্যেও একটু সময় বের করে নিয়ে পরস্পরকে লেখেন নাতি দীর্ঘ এক একটি প্রেম পত্র,তাহলে তাঁদের জীবনে বসন্ত হতে পারে চিরস্থায়ী। চিঠির বয়ান হতে পারে পুরুষদের ক্ষেত্রে এই রকম-‘..........ঐ পিঙ্ক নাইট ড্রেসটাতে তোমাকে অসাধারণ লাগে............।’ কিম্বা‘...........এলো চুলে সদ্যস্নাতা তুমি চিরদিনই অনন্যা...........।’ অথবা,‘.............কত দিন তোমার গলায় ‘‘চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে’’গানটা শুনিনি। আজ রাতে শোনাবে?............’বা ‘............আজ বোর্ড মিটিংটা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। তোমাকে ফোন করার পর যেন মনে নতুন একটা শক্তি,উদ্যম পেলাম। ভালোয় ভালোয় মিটে গেল বোর্ড মিটিং। কোনও গন্ডগোল হয়নি।বড্ডুস ভ্সসত্ত্বকসোনা ! এই ভাবে চির দিন আমাকে বল,ভরসা দিয়ো! ....’মেয়েদের চিঠির বয়ান একটু পালটে এই রকম হওয়া সম্ভব- ‘..........গত কাল সদ্যস্নাতা আমার দেহটাকে তোমার উষ্ণ আলিঙ্গন যে ভাবে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল......! সত্যি! তুমি পারোও বটে!’কিম্বা‘.........ঐ এক চিলতে পাকা চুলের রেশ তোমার ব্যাক্তিত্বে একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। লক্ষ্মীটি! কখ্‌খনো ডাই ক’রোনা.........।’অথবা,‘.........এই, আজ তুমি‘‘বনলতা সেন’’ কবিতাটা আবৃত্তি করে শুনিয়ো আমায়...........।’বা,‘........আজ যখন এই চিঠিটা লিখতে বসেছি,ঠিক তখনই এলো তোমার ফোন। কথা সেরে এখন আবার নিয়ে বসেছি কাগজ,কলম। বাড়িতে এখন কেউ নেই জানো। শুধু তুমি আর আমি একা। আমার কানে বাজছে তোমার কণ্ঠস্বর। কাগজে ফুটে উঠছে তোমার ছবি। আমার সবটুকু জুড়ে আছো তুমি। শুধুই তুমি। তুমি,তুমি,তুমি..........।’